২৩ মার্চঃ প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর বয়আত দিবস

মৌলবী এনামুল হক রনী

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের সময়

পবিত্র কুরআন পাকে আল্লাহ্ তা'লা ইরশাদ করেছেন, "ইউদাব্বিরুল আমরা মিনাস্ সামায়ি ইলাল আরযি সুম্মা ইয়ারুযু ইলাইহি ফি ইয়াওমিন কানা মিকদারুহু আলফা সানাতিম্ মিম্মা তাউদ্‌দুন"

অনুবাদ ঃ তিনি (আল্লাহ্) আকাশ হতে পৃথিবীকে (কুরআনী শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য) ব্যবস্থা পরিকল্পনা করেন। অতঃপর তা তাঁর (আল্লাহ্‌র) দিকে উঠে যাবে এক দিনে, যা তোমাদের গণনায় এক হাজার বৎসর।" (সূরা সাজদা ঃ ৬)

এ আয়াত অনুযায়ী এক হাজার বছর পরে আল্লাহ্ পাক এই পৃথিবীতে ঈমানকে সঞ্জীবনী প্রদান করার জন্য এক মহাপুরুষ প্রেরণ করবেন। এ ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমন বার্তা ঘোষিত হয়েছে। এই এক হাজার বছর এর গণনা কাল শুরু হবে নবী করীম (সা.)-এর তিনশত বৎসর পর থেকে। কারণ হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "খায়রুল কুরুনী কারনী সুম্মাল্লাযিনা ইয়ালুনাহুম সুম্মাল্লাযিনা ইয়ালুনাহুম সুম্মা ইয়াজ্‌হারুল কিয্‌বু"। অর্থাৎ, আমার শতাব্দী সর্বোৎকৃষ্ট, তারপর তার সন্নিহিতগণ, তারপর তার সন্নিহিতগণ অতঃপর মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হবে। (নিসাই ও মিশকাত)

আঁ হযরত (সা.)-এর সোনালী যুগ তিনশত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর হতে এক হাজার বছর পরে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাব হওয়ার কথা কুরআনের আয়াত সমর্থন করে।

অপর একটি হাদীসে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের নিদর্শনসমূহ প্রকাশের কথা আরো কিছু পূর্বে শুরু হবে বলা হয়েছে। যেমন আবু কাতাদা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেই লক্ষণ সমূহ ২০০ বৎসর পরে দেখা দিবে, যা হাজার বৎসর পরে আসবে। (মিশকাত) অর্থাৎ (১০০০+২০০) = ১২০০ হিজরী সনের পরে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর নিদর্শন সমূহ প্রকাশ পেতে থাকবে।

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের লক্ষণ

হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, 'মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের নাম মাত্র এবং কুরআনের অক্ষর মাত্র অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলি বাহ্যিক আরম্ভরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য হতে ফেতনা ফাসাদ উঠবে এবং তাদের মধ্যেই ফিরে যাবে। (মিশকাত)

তেমনি হযরত রসূলে করীম (সা.) আরও বলেছেন, 'ধর্মীয় জ্ঞান উঠে যাবে, জাহেলিয়াতের প্রসার লাভ করবে, মদের ব্যবহার বেড়ে যাবে, প্রকাশ্যে ভ্যবিচার হবে, পুরুষের সংখ্যা কম হবে ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে, পুণ্য কাজ কমে যাবে, মানুষের মন কৃপণতায় ভরে যাবে। ঝগড়া-বিবাদ বৃদ্ধি পাবে, মারমারি কাটাকাটি বেশি হবে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঈমানদারের অভাব দেখা দিবে, ভূমিকম্প বেশি হবে, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করে মানুষ গৌরব বোধ করবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার প্রচলন হবে, জাতীর নীচ প্রকৃতির লোক তাদের নেতা হবে, বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা নারীর প্রাধান্য হবে, উটনী বেকার হবে, এতে চড়ে মানুষ দূর দেশে যাতায়াত করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ যথাসময়ে প্রকাশিত ও পূর্ণ হয়ে চলেছে আর এসব নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পেতেই থাকবে।

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর বংশ

কুরআন করীমে বলা হয়েছে, 'ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহীম ওয়া হুয়াল আযিযুল হাকীম'। অর্থাৎ, তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন তাদের মধ্য হতে অন্যদের মধ্যেও যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয় নি এবং তিনি মহাপরক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সূরা জুমুআ ঃ ৪)

এ আয়াতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর

বুরুযী রূপে অপর এক ব্যক্তির আখেরী যুগে আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। হাদীসে নববীতে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হযরত নবী করীম (সা.)-এর নিকট বসা ছিলাম তখন সূরা জুমুআ যার মধ্যে 'ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহীম' আয়াত আছে অবতীর্ণ হলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তারা কে (যারা এখনো আমাদের সাথে মিলিত হয় নি)? কিন্তু তিনি এর কোন উত্তর দেন নি, এমনকি তিনবার জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন সালমান ফারসিও আমাদের মধ্যে ছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সালমান ফারসির ওপর হাত রেখে বললেন, ঈমান সূরাইয়া নক্ষত্রে চলে গেলেও তাদের (পারশ্য বংশের) এক বা একাধিক ব্যক্তি তথা হতে তাকে নামিয়ে আনবেন। (বুখারী কিতাবুত্ তফসীর)

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীস অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এই জগতের বুকে ঈমানকে প্রতিষ্ঠা করবে ।

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর জন্মের সম্ভাব্য সময়

কতিপয় হাদীস থেকে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর জন্মের কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন হযরত আবু হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'যখন ১২৪০ বছর অতিক্রান্ত হবে তখন আল্লাহ্ তা'লা ইমাম মাহ্‌দীকে পাঠাবেন'। (আল নাজমুস সাকেব, ২য় খন্ড)

এই হাদীসে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন বার্তা ১২৪০ হিজরী সনের পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আল্লামা শা'রানী তার প্রণীত 'আল ইওয়াকিতু ওয়াল জাওয়াহির' পুস্তকে লিখেছেন, ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ১২৫০ সনের শাবান মাসের ১৫ তারিখে জন্মগ্রহণ করবেন। এখানে জন্মের সন তারিখ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম মাহ্‌দী দাবীর সম্ভাব্য তারিখ

তেমনি 'ফুসুসুল হিকাম' গ্রন্থে হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবি (রহ.) লিখেছেন, ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাব হিজরী ১২৫১ সনে সংঘটিত হবে। এভাবে অসংখ্য বর্ণনা থেকে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর জন্ম এবং আবির্ভাব কাল সম্পর্কে জানা যায়।

আল্লামা আবুল খায়ের নূরুল হাসান খান ১৩০১ হিজরী সনে তার গ্রন্থে ২২১ পৃষ্ঠায় লিখেন, ...হয়ত আল্লাহ্ তা'লা আপন ফযল ও আদল এবং রহম ও করম বর্ষণ করবেন আর ৪ থেকে ৬ বছরের মধ্যেই ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আবির্ভূত হয়ে যাবেন। (ইকতাবাতুস সায়া, ২২১ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ, ১৩০১+৬=১৩০৭ হিজরী সনের কথা বলা হয়েছে যখন ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব হবে।

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর প্রকৃত জন্ম ও দাবীর সন

আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে এই পৃথিবীতে পাঠালেন ১২৫০ সনের হিজরী সনের ১৪ই শাওয়াল শুক্রবার মোতাবেক ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার। তাঁর সাথে এক জময বোন (জান্নাত) জন্ম নিলেন। যেভাবে হাদীসে উল্লেখ ছিল হযরত ইমাম মাহ্‌দী জময জন্মগ্রহণ করবেন। আর তিনি (আ.) ১২৫১ হিজরী সনে প্রত্যাদিষ্ট রূপে ইলহাম প্রাপ্ত হন যখন তার বয়স ৪০ অতিক্রম হয়েছে। তারপরে ১৩০৬ হিজরী সনে মসীহ্ মাওউদ (আ.) রূপে ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হলো। এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)।

১২৯১ হিজরী সন মোতাবেক ১৮৮২ সনের ২৬ মার্চ প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার যে ইলহাম লাভ করেন তা হলো, 'কুল ইন্নি উমিরতু ওয়া আনা আওয়ালুল মু'মিনীন'। অর্থাৎ, তুমি বল আমি আল্লাহ্ কর্তৃক আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি এবং আমি বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রথম। (বারাহীনে আহমদীয়া, ৩য় খন্ড)

মুজাদ্দেদ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ১৮৮৫ সনে একটি বিজ্ঞাপন দ্বারা ব্যাপকভাবে মুজাদ্দেদ হওয়ার দাবী প্রকাশ করে দিলেন। উর্দু এবং ইংরেজিতে ২০,০০০ কপি করে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার সমস্ত বড় বড় ধর্মীয় নেতা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং জ্ঞানীগুণি ব্যক্তিবর্গের নিকট পৌঁছে দিলেন। ঐ যুগে এমন কোন প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত ব্যক্তি বাকী ছিলেন না যার কাছে এই সংবাদ পৌঁছানো হয় নি।

বিজ্ঞাপন প্রকাশ হলে ভক্তদের অনেকেই হুযূর (আ.)-এর কাছে বয়আত নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। তাদের অনুরোধে তিনি (আ.) বলেন, 'আমার সমুদয় কর্মতৎপরতা মহান আল্লাহ্‌র অধিকারভুক্ত। অতএব তাঁর নির্দেশ ছাড়া কিছুই করতে পারি না।'

১৮৮৫ সনের শেষ দিকে ও ১৮৮৬ সনের শুরুতে আল্লাহ্ তা'লার আদেশে হুশিয়ারপুরে ৪০ দিন ইবাদত বন্দেগী করেন এবং যার ফলশ্রুতিতে ইলহাম সমূহ লাভ করেন আর ঐ সময় সেই বিখ্যাত আল মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীও লাভ করেন। ইলহামের কথাগুলি ১৮৮৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হয়।

বয়আত নেয়ার কথা ঘোষণা

এ বছরের মাঝামাঝি সময় অর্থাৎ জুন ১৮৮৮ সনে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে বয়আত নেয়ার ইলহাম প্রাপ্ত হন। এর কিছুদিন পর ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৮ সবুজ ইশতেহার প্রচারপত্রটির সাথে 'তবলীগ' শিরোনাম দিয়ে একটি টীকা সংযোজন করেন। এতে জনসাধারণকে তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণের আহ্বান জানান। এই প্রচারপত্রে তিনি খোলাখুলি ঘোষনা করলেন, যারা সত্য অনুসন্ধানে আগ্রহী তাদেরকে দীক্ষা দানের জন্য তিনি আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক আদিষ্ট হযেছেন, যারা

প্রকৃতই নোংরা, অলসতা, অপবিত্র জীবন, পরিহার করতে আগ্রহী তাদের উচিত অবিলম্বে তার হাতে বয়আত করে সততার, বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতা মজবুতী অর্জন করে ঈমানে দৃঢ়তা লাভ করা এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করা। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) জনসাধারণকে তার সাথে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের আশ্বাস প্রদান করেন যে, তিনি তাদের বোঝা লাঘবে আন্তরিক সহযোগিতা দান করবেন এবং আল্লাহ্ তা'রা তার দোয়া কবুল করে তার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন তবে শর্ত হলো তার যেন সর্বান্তকরণে ঐশী ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ মেনে জীবন অতিবাহিত করে। (সবুজ ইশতেহার, টীকা তবলীগ, ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৮)

বয়আতের দশ শর্ত প্রকাশ

এ বছরের শেষে অর্থাৎ ১৮৮৯ সনের ১২ই জানুয়ারী, 'ইশতেহার তকমীলে তবলীগ' নামে বয়আতের দশটি শর্ত সম্বলিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন। সেই শর্ত মেনে আজও জামাতে আহমদীয়ায় বয়আত করতে হয়। শর্তগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) বয়আত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করিবে যে, এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক খোদা তা'লার অংশীবাদিতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, ব্যভিচার, কৃদৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম (অত্যাচার) ও খেয়ানত (আত্মসাৎ), অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন উহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়িবে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যেহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রার্থনা করিবে ও নিয়মিত ইস্তেগফার পড়িবে, এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তা'রিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে সাধারণতঃ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের উপরে সন্তুষ্টি থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতিকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, কোন প্রকার পার্থিব আত্মীয়তা ও অন্যান্য সম্পর্ক এবং সেবকসূলভ অবস্থার মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(ইশতেহার তকমীলে তবলীগ ঃ ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

লুধিয়ানায় উপস্থিত হওয়ার আহ্বান

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এটাও নির্দেশনা ছিল যে, হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী ইস্তেখারা সম্পন্ন করার পর যেন ইচ্ছুক ব্যক্তিরা বয়াতের জন্য উপস্থিত হয়। অর্থাৎ আগে দোয়া করুন, ইস্তেখারা করুন অতঃপর বয়আত করুন। উপরোক্ত প্রচারপত্র পেশ করার পর হযরত আকদাস (আ.) কাদিয়ান থেকে লুধিয়ানায় গমন করেন ও 'মহল্লা জাদীদ'-এ হযরত সূফী আহমদ জান সাহেব (রা.)-এর গৃহে অবস্থান করেন। (হায়াতে আহমদ, ৩য় খন্ড, প্রথম অংশ, পৃষ্ঠা-১)

বয়আতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

তিনি (আ.) লুধিয়ানায় অবস্থান করেই বয়আতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি আলোকপাত করে ৪ মার্চ ১৮৮৯ এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন, 'বয়আতের এই সিলসিলা বিশেষ ভাবে খোদাভীরুতায় অলঙ্কৃত ব্যক্তিদের জামাতকে সংঘবদ্ধকরার জন্য, যাতে খোদাভীরুতায় এমন এক বড় দল গঠিত হয়ে জগতে নিজেদের নেক প্রভাবের বিস্তার ঘটায় এবং তাদের একতা, ইসলামের জন্য কল্যাণকর, শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশকারী শুভ পরিণামের কারণ হয়। এই কল্যাণমন্ডিত একত্ব প্রকাশক বাক্যের ওপর সমবেত হওয়াটা, ইসলামের পাকপবিত্র ও সম্মানপূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সেবায় দ্রুত সফলতা আনতে পারে, যাতে এক মুসলমানকে পীড়ত, নিষ্পেষিত, কৃপণ, পরাভূত ও পর্যদস্ত মুসলমানে পরিণত হতে না হয়। এরা সেরকম অর্বাচীন লোকদের মতও যেন না হয় যারা নিজেদের মত বিরোধিতা ও

অনৈক্যের কারণে ইসলামের বড় ক্ষতি সাধন করেছে। এর অনিন্দ্য সুন্দর চেহারায় কলঙ্কের কালিমাপূর্ণ দাগ এঁকে দিয়েছে। আবার এমন অকর্মন্য সাধু সন্নাসী বা নির্জনবাসী ঘরকুণোর মতও যেন না হয় যারা ইসলামের বর্তমান চাহিদাগুলো সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না যাদের নিজ আপনজনদের প্রতি সহমর্মীতার কোন বলাই নেই আর যাদের মানব সন্তানের কল্যাণ সাধনের কোন অনুপ্রেরণা বা স্পৃহাও নেই। পক্ষন্তরে এরা অর্থাৎ বয়আতকারীরা হলো এমন জাতি যারা গরীবের আশ্রয়স্থল, এতিমদের জন্য বাপের মত ও ইসলামের কাজে সহায়তা দিতে একান্ত প্রেমিকের মত আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত এবং যাবতীয় চেষ্টা প্রচেষ্টা ও সাধ্য সাধনা এ উদ্দেশ্যে করে যেন এর সার্বজনীন কল্যাণ পৃথিবী ব্যাপী বিস্তার লাভ করে। আর ঐশীপ্রেমে ও খোদা তা'লার সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতার পবিত্র প্রস্রবন ধারা প্রতিটি হৃদয় হতে উৎসারিত হয়ে এক স্থানে মিলে গিয়ে বহমান এক সমুদ্র স্রোতের ন্যায় প্রতিভাত হয়। ..... খোদা তা'লাই এই দলকে নিজ প্রতাপ প্রকাশ করতে স্বীয় শক্তি, ক্ষমতা ও মহিমা প্রদর্শন করতে সৃষ্টি করেছেন।

অতঃপর এদেরকে উন্নতি দান করতে চাচ্ছেন যাতে পৃথিবীতে মহব্বতে ইলাহী (পরম উপস্যের প্রতি ভালবাসা), তওবা নূসুহ (আন্তরিক অনুতাপের সাথে পাপ পরিহার করে প্রত্যাবর্তন), পবিত্রতা প্রকৃত ও সঠিক পূণ্য কর্ম, শান্তি ও কল্যাণ এবং মানব সন্তানের জন্য মায়া মমতা সহমর্মিতা ছড়িয়ে দেয়া যায়। অতএব এই দল, তাঁর বিশেষ এক দলের মর্যাদা পাবে, তিনি তাদেরকে তাঁর নিজস্ব বিশেষ বাণী দ্বারা শক্তি ও ক্ষমতা যোগাবেন, তাদের নোংরামীপূর্ণ জীবন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিবেন। অতঃপর তাদের জীবনে এক পবিত্র পরিবর্তন দান করবেন। তিনি যেমনটি তাঁর নিজ ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এই দলকে তিনি বহুগুণে বৃদ্ধি দান করবেন এবং হাজার হাজার বিশ্বস্ত ও সত্যবাদিদের এতে প্রবেশ করাবেন। তারা ঐ প্রদীপের মত যা ইসলামের কল্যাণ সাধনের জন্য তারা অনুকরণীয় আদর্শরূপে স্বীকৃত হবেন। তিনি এই সিলসিলার পূর্ণ অনুসারীদের প্রত্যেক প্রকার কল্যাণের ক্ষেত্রে অন্য সিলসিলার অনুসারীদের ওপর বিজয় দান করবেন। সর্বদা কেয়ামতকাল পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে এমন লোক সৃষ্টি হতে থাকবে যাদেরকে গ্রহণযোগ্যতা ও সহায়তা প্রদান করা হবে। ঐ রাব্বে জালিল-ই এটা চেয়েছেন, সর্বশক্তিমান, যা-ই তিনি চান করে থাকেন। প্রত্যেক শক্তি ও মহিমা তাঁরই। (তবলীগে রিসালত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫০-১৫৫)

প্রথম বয়আত অনুষ্ঠান

ঐ একই বিজ্ঞাপনে তিনি (আ.) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, বয়আত গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা ২৩ মার্চ লুধিয়ানায় উপস্থিত হবেন। পূর্ববর্তী ঘোষণা অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মহল্লা জাদীদ-এ অবস্থিত সূফী আহমদ জান সাহেবের বাড়ীতে প্রথম বয়আত নেন। এ বয়আত অনুষ্ঠানে হুযূর (আ.) বয়আত নেয়ার জন্য একটি কক্ষে একেক জনকে আলাদা আলাদাভাবে ডাকতেন ও বয়আত নিতেন। এভাবে প্রথম বয়আত করেন হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন (রা.)। সেদিন চল্লিশ জন পুণ্যাত্মা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র হস্তে বয়আত করেন।

সেদিনের বয়আত গ্রহণকারীরা হলেন হযরত মাওলানা হেকীম নূরুদ্দীন (রা.), হযরত হাফেজ হামেদ আলী (রা.), হযরত মুন্সি আব্দুল্লাহ্ সানোয়ারী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। মার্চ মাস পুরোটাই হুযূর আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) লুধিয়ানায় অবস্থান করেন।

২৩ মার্চ ১৮৮৯ জামা'তের সূচনাকাল

এই ২৩ মার্চ ১৮৮৯ এর বয়আত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের গোড়াপত্তন হয় যা আজ শত শত বছর পরে সারা বিশ্বের ২০৯ টি দেশে আহমদীয়াতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। জামাতের সকলের কাছে এই দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাই আমাদের এই দিবসকে স্মরণীয় করার জন্য নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশের আলোকে আমাদের খাঁটি মানুষ হিসেবে সর্বদা নেক আমলের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আমলের ময়দানে আগে বাড়ার এবং প্রত্যেকের বয়আত কবুল করুন, আমীন।

[পুনর্মূদ্রিত]

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv